জেলা সংবাদ -এর পর্দায়
COMING SOON
হ্যালো উকিল বাবু
নজর রাখুন
সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে LIVE PROGRAM - এ অংশ গ্রহনে আগ্রহী আইনজীবী
নাম/ঠিকানা/ফোন নং আমাদের 7047030922 Whatsapp করুন।
Follow US on Subscribe US on YouTube www.zillasdngbad.com

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 28 ❑ 28 Sept., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে শতাব্দী প্রাচীন বটগাছ কেটে ফেলার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রাচীন বটগাছ গোড়া থেকে সম্পূর্ণ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠল। ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ নিয়ে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গোপালনগর এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যর নাম উৎপল সরকার। যদিও উৎপল বাবু অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গোপালনগর কালীবাড়ি থেকে সহিষপুর যাওয়ার পথে গোড়াখাল সেতুর কাছে প্রাচীন ওই বটগাছটি রয়েছে। দিন কয়েক আগে স্থানীয়রা দেখেন বটগাছটি লোক লাগিয়ে গোড়া থেকে কেটে ফেলা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মত ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত বন দপ্তরের কোন অনুমতি ছাড়াই স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য উৎপল সরকার লোক লাগিয়ে গাছটি কেটে ফেলল। হিন্দুরা অনেকেই আজকে ভগবান বলে মানে। রাস্তার পাশেই বড় বাওড়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে ওই বটগাছের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এসব কিছু বিচার না করে কেটে ফেলল। ঘটনার বিচার চেয়ে তারা গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল প্রাচীন বট গাছটি গোড়া থেকে কাটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ডালপালা। এ বিষয়ে গোপালনগর ১ পঞ্চায়েতের প্রধান মুক্তি হালদার বলেন ' এলাকার মানুষজন পঞ্চায়েতে একটি লিখিত জমা দিয়েছে। শুনেছিলাম ওই বটগাছটি ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।

অভিযোগ অস্বীকার করে উৎপল সরকার বলেন, 'ঝড়ে গাছটি ভেঙে পড়ে বিপদজ্জনক অবস্থায় ছিল। এলাকার লোকজন কেটেছে। বিরোধীরা আমার নামে ভিত্তি হিন অভিযোগ করেছে।

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, ' বটগাছকে হিন্দুরা দেবতা জ্ঞানে পুজো করে। এই চোর তৃণমূল মেম্বার সেটাকেও বিক্রি করে দিল। এদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। মানুষ এদের বিচার করবে।"

স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর দেহ দান শিবির আয়োজন বাম সংগঠনের

সায়ন ঘোষ : রক্তদান মহৎ দান। কখনও রক্ত সঙ্কট, কখনও বা রক্তের জন্য ছোটাছুটি। তারই মাঝে রোগীর পরিজনরা হারিয়ে ফেলেন তাঁদের প্রিয় মানুষকে। এক বোতল রক্ত এক মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু অনেকসময় দেখা যায় সঠিক সময়ে সঠিক রক্ত পাওয়া যায় না চিকিৎসার জন্য।

সাথেই ব্লাড ব্যাংক গুলিতেও রক্ত সংকট দেখা যায় প্রায়শই। এই রক্ত সংকটকে দূর করতেই প্রতি বছরের মতো এবছরেও এই উদ্যোগ নিতে দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনার এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই এর বনগাঁ শহর লোকাল কমিটির সদস্যদের।

রবিবার বনগাঁ পাবলিক লাইব্রেরী ও টাউন হল রিডিং রুমে আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এবং মরণোত্তর দেহ দানের। এদিন রক্তদান শিবিরে বনগাঁর একাধিক মানুষকে দেখা যায় রক্ত দান ও মরণোত্তর দেহ দান করতে।

এবিষয়ে এসএফআই এর বনগাঁ শহর লোকাল কমিটির সম্পাদিকা সঞ্চিতা পান্ডে বলেন, প্রতি বছরই সরকারী ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংকটকালীন পরিস্থিতি তৈরী হলে আমরা এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। এবার প্রায় ৭০ জনেরও বেশি মানুষ এসে রক্ত দান করেছেন। এছাড়াও তিনি জানান, করোনাকালীন সময়েও এক বছর আমরা হসপিটালে গিয়ে রক্তদান করেছি। লকডাউন পরবর্তী সময়েও রেড ভলেন্টিয়ার্স আঙ্গিকে ছাত্র-যুবদের পরিচালনায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছে।

অন্যদিকে, ডিওয়াইএফআই বনগাঁ শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক আনারুল বিশ্বাস জানান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে এগিয়ে এসে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে এই বছরে আমাদের নতুন প্রয়াস অঙ্গদান শিবির। এই শিবিরে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে বনগাঁবাসীর তরফ থেকে। অঙ্গ দান করেছেন ৫০ জনেরও বেশি মানুষ।

প্রসঙ্গত, সরকারী ব্লাড ব্যাংকের রক্তের চাহিদা পূরণে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই এর আরো একটি মানবিক উদ্যোগ দেখতে পেরে খুশি বনগাঁ শহরবাসী।

দিনে-দুপুরে ভরা বাজারে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে বৃদ্ধের আংটি ছিনতাইয়ের অভিযোগ, চাঞ্চল্য

প্রতিনিধি ঃ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল বৃদ্ধ। অভিযোগ, জনবহুল রাস্তায় ভরাবাজারের পাশে সেই বৃদ্ধকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে আংটি ছিনতাই করে পালিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বুধবার সকাল নটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার মতিগঞ্জ নেতাজি মার্কেট এলাকায় যশোর রোডের পাশে। বৃদ্ধর নাম গোপাল ঘোষ। তিনি মতিগঞ্জ জ্ঞান বিকাশিনী মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। আতঙ্কিত গোপাল বাবু বাড়িতে গিয়ে ঘটনার কথা জানালে বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হয়েছে ওই পরিবার।

গোপালবাবু জানিয়েছেন, 'দৈনিক সকালে তিনি এলাকায় প্রাতঃভ্রমনে যান। বাড়ির আশপাশের এলাকা ও মতিগঞ্জ হাট ঘুরে বাড়ি ফেরেন। এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নেতাজি মার্কেটএলাকা দিয়ে যশোর ধরে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি তাকে ডাকে। তার সঙ্গে কথা বলতেই আরো দু'জন বাইক নিয়ে চলে আসে। অভিযোগ, এর পরেই ওই তিনজন আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হাতের আংটি খুলতে বলে। তারা জোর করে আংটি খুলে নেয়। চিৎকার চেঁচামেচি না করে সোজা বাড়ি চলে যেতে বলে দুষ্কৃতীরা। এরপরই আতঙ্কিত বৃদ্ধ বাড়িতে চলে যায়। গোপালবাবু বলেন, 'আমাকে ঘিরে ধরে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকার আংটি খুলে নিয়েছে। কিন্তু এভাবে দিনের বেলায় যদি এমন ঘটনা ঘটে, বয়স্ক মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? প্রশাসনের কাছে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। তারা প্রশাসনিক তৎপরতার দাবি জানিয়েছেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দালাল রাজ বন্ধের দাবিতে রাস্তা অবরোধ ল-ক্লার্কদের

প্রতিনিধি ঃ ১২ দফা দাবীতে বনগাঁ বাটার মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল বনগাঁ ল- ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। শুক্রবার দুপুরে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে বনগাঁ বাটা মোড়ে আধ ঘন্টার বেশি সময় অবরোধ করে। এর ফলে শহরের মধ্যে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

বনগাঁ মহকুমা আদালতের ল-ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জানিয়েছেন, রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁ মহকুমা আদালতে এবং বিভিন্ন অফিসে ল-ক্লার্কদের যে অধিকার সেই অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে দালালরাই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। দালাল রাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রাজ্যজুড়ে তাদের এই কর্মসূচি।

বনগাঁ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গৌরহরি দে বলেন ' আমারা কোথাও কাজ করতে গেলে দালাল বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু দালালদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অফিস আদালতের কাজ সেই সমস্ত দালাল রাই করছে। তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করে আজ রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁতেও পথ অবরোধ আইন অমান্য করা হল। অবিলম্বে এই দালাল রাজ বন্ধ করতে হবে।' অবরোধ শেষে সদস্যরা মিছিল করে বনগাঁ আদালত চত্বরে যান।

ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম বার্ষিকী সম্মেলন বনগাঁয়

সায়ন ঘোষ : ফটোগ্রাফী নেশার পাশাপাশি বহু মানুষের পেশাও বটে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফি ও ফটোগ্রাফারকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁতে অনুষ্ঠিত হল উত্তর ২৪ পরগনা ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন এর বনগাঁ ইউনিটের পরিচালনায় পঞ্চম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস ও পঞ্চম বার্ষিকী সম্মেলন।

মঙ্গলবার বনগাঁ নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন -এর বনগাঁ ইউনিটের এই অনুষ্ঠান। এদিনের সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ২৮ ❐ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

ভেজাল বর্তমান সময়ের বড় সমস্যা

মানুষের কল্যাণে সমাজ। সমাজের কল্যাণেই মানুষ। সমাজের ভালখারাপ মানুষের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আমরা মোদ্দা কথাটা জানি, মনুষ্যত্ব নিয়েই মানুষ। মনুষ্যত্ব বিহীন মানুষ অমানুষ। যে জীবন নিজের সুখে মগ্ন, সে জীবন স্বার্থপর। সে জীবন অমানবিকতায় পঙ্গু। তাই চোরাপথে জীবনের যে সাফল্য, তা বেশিদিন টেকে না। আসলে নীতিবোধ মানুষের জীবনে বড় আশ্রয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সমাজ জীবনের সম্পর্ক নিবিড়। আজকের ব্যবসায়, স্বার্থটা-বড়। অভাব হলো নীতিবোধের। সর্বত্র ভেজালের মহিমা। ওষুধে ভেজাল, চাল, ডাল, তেল, আটা এমনকি রান্নার মশলাপাতিতে পর্যন্ত ভেজাল। পোস্তয় ভেজাল। শাকসবজি, বেগুন, পটলে তীব্র পরিমাণে বিষ তেলের প্রয়োগ। শরীরের পক্ষে কত অস্বাস্থ্যকর। পৃথিবীতে ভারতের মতো আর কোনো দেশে খাদ্যে এত ভেজাল মেশানো হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের দেশ বোধহয় শীর্ষে। বাড়ি তৈরী করবেন? গালে হাত দিয়ে ভাবতে হবে আপনাকে, কারণ সিমেন্টে ভেজাল। এমনকি যে শাকসবজি খেয়ে একটু স্বস্তি পাবেন, তাতেও ভেজাল, কারণ তাতে রং করানো হয়। এভাবেই বেড়ে চলে অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফার অঙ্ক। ভেজাল ব্যবসায়ীদের রোধ করা যাচ্ছে না কেন? ভেজাল খাবার খেয়ে কত মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়। কেউ কেউ মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ে। এসব দেখেও অসাধু ব্যবসায়ীদের কোনো চেতনা নেই। তারা মুনাফা লুটতেই ব্যস্ত। ঘৃণ্য ব্যবসায়ীদের এখানে কঠোর শাস্তি হয় না। তবে দুর্নীতি দমনের জন্য একসময় গঠিত হয়েছিল 'সদাচার সমিতি'। কিন্তু কোনো কার্যকর হলো না। সদাচার সমিতি ভরে উঠলো বাস্তু ঘুঘুদের নিয়ে। অবশেষে তৈরি হলো ভেজালরোধে 'খাদ্য ভেজাল নিবারনী বিধি। 'সে আইনেও অসাধু ব্যবসায়ীদের ঘায়েল করা গেল না। আসলে আইন দিয়ে কখনও মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা যায় না। দরকার মানবিক বোধ। এই চেতনা যতদিন ব্যবসায়ীদের না হচ্ছে ততদিন সমাজে ভেজাল অটুট থাকবে। ভেজালের সর্বনাশা বিভীষিকা থেকে মানুষের কি কোনো মুক্তি নেই? ভেজাল সমাজের একটা রীতিমত ভয়ানক অপরাধ। এক্ষেত্রে সরকারের দিকে তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রুপার প্রলেপ দেওয়া ৩০ লক্ষ টাকার সোনা সহ ধৃত ট্রাক চালক

প্রতিনিধি ঃ রুপোর প্রলেপ লাগিয়ে সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ। সোনা সহ একট্রাক চালককে আটক করল বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল সীমান্তের ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার পরিমাণ ৪৯৮.১৯ গ্রাম, যার ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। রুপার প্রলেপ দেওয়া আয়তক্ষেত্রাকার ২ টি সোনার টুকরো উদ্ধার হয়েছে। ধৃত ট্রাক চালকের নাম সঞ্জীব মন্ডল। বাড়ি পেট্রাপোল গ্রামে। জওয়ানদের বিভ্রান্ত করার জন্য সোনার টুকরোগুলোকে রুপার প্রলেপ দিয়ে রেখেছিল।

জওয়ানরা আইসিপি পেট্রাপোলে যানবাহন চেকিংয়ের সময় রপ্তানি পণ্য রেখে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা ট্রাকটি যাত্রী গেটের কাছে থামায়। তল্লাশির সময় জওয়ানরা ট্রাকের কেবিনের ভেতর থেকে ২ টি রুপার প্রলেপ দেওয়া আয়তাকার সোনার টুকরো উদ্ধার করে। বুধবার ধৃত ট্রাকচালককে সোনা সহ পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা
রামকৃষ্ণের জন্মভূমিতে আমরা

অজয় মজুমদার

পর্ব-২

গদাধরের অন্নপ্রাশন,উপনয়ন ও বিবাহে লাহাবাবুর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের বাড়িতে এলে লাহাবাবুর বাড়িতে আসতেন। বালক গদাধর লাহা বাবুদের দুর্গা প্রতিমার চোখ এঁকেছিলেন। এই ধর্মপ্রাণ মানুষটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে হুগলির বাঁধা বট তলার ঘাটে গঙ্গা মহাশক্তির ধ্যান করতে করতে অমৃত লোকে যাত্রা করেন। তাঁর নশ্বর দেহ ওই বাঁধাবট তলায় দাহ করা হয়।

দেরেগ্রাম : পরদিন সকালে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের অনুষ্ঠান শেষ করে একটা অটো ঠিক করে আমরা গেলাম দেরেগ্রাম। ভাড়াটা বেশ কম। যাওয়া-আসা মাত্র ২০ টাকা। দু'পাশের জমিতে সুন্দর ধান হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন সবুজ ভেলভেটের গালিচা বিছানো রয়েছে। আবার কখনও মনে হচ্ছে— সে যে ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে। দু'পাশের ঘরবাড়ি যুগের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন হয়েছে। পাকা বাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। ঠাকুরের বাবা যখন ছোট ছিলেন তখন জঙ্গল কী পরিমান ছিল! নিশ্চই বাঘ, শিয়াল, সজারু বসবাস করতো। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমরা আশ্রমে পৌঁছে গেলাম। আশ্রমের নাম ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। এখানেই রামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরামের জন্ম। গেট দিয়ে প্রবেশ করে সামনেই বাঁদিকে একটা কুঁড়ে ঘর রয়েছে। ওই ঘরটাই ক্ষুদিরাম চ্যাটার্জী পরিবার নিয়ে থাকতেন। ঘরে নতুন করে চালে খড় ছাওয়া হয়েছে। এই পুরানো ঘরের পাশেই রামকৃষ্ণের মন্দির তৈরী হয়েছে। মন্দির থেকে সোজা ৫০ মিটার গেলেই সুন্দর চকচকে একটা পুকুর রয়েছে। পুকুরে প্রচুর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুকুরের পাশ দিয়ে গেলেই একটা বড় বিল্ডিং পড়ে। সেই বিল্ডিংটা হচ্ছে মহারাজদের থাকার জন্য, এবং অফিসের জন্য। ওখানে গেস্ট থাকতে পারে কিনা সেটা জানা নেই। আশ্রমের চারিদিকে ফুলের বাগান। কত রকমের যে জবা রয়েছে এবং জানা-অজানা নানা রকমের ফুল ফুটে আছে, দেখলেই মনটা কেমন পবিত্র হয়ে যায়।

এই গ্রামের পূর্বের নাম ছিল দরিয়াপুর। কামারপুকুর থেকে এর দূরত্ব ৬/৭ কিলোমিটার। আঞ্চলিক ইতিহাসে কথিত আছে, এই গ্রামের জমিদার রমানন্দ রায় ক্ষুদিরাম চ্যাটার্জিকে একটা মামলার মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলেছিলেন। কিন্তু ক্ষুদিরামবাবু সেই সাক্ষী দিতে রাজি হননি। আসলে ক্ষুদিরাম চ্যাটার্জি কখনো মিথ্যা বলতেন না। তিনি সর্বদা সত্যের পূজারী ছিলেন। অতিশয় ধার্মিক বলে এলাকায় তার খ্যাতি ছিল। দিনের অধিকাংশ সময় পূজা অর্চনায় কেটে যেত। সেজন্য জমিদার প্রচন্ড রেগে যান এবং ক্ষুদিরামবাবুকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করেন। তখন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় লাহাদের সব কথা বলেন। জমিদার লাহা পরিস্থিতি অনুযায়ী দেড় কাটা জমির উপর মাটির দেয়ালের ঘর তৈরি করে দেন ক্ষুদিরাম চ্যাটার্জির পরিবারের জন্য। পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

আর্থিক অনটনে হারিয়ে যেতে বসেছে এই পবিত্র তীর্থ ভূমির ঐতিহ্য। গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে উঠেছে এই ঐতিহাসিক আশ্রম। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত গোঘাটের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনপদ হল দেরেগ্রাম। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ভগবানের আরাধনা করতেন। দারিদ্রতা তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ সৎ মানুষ। রঘুবীরের কৃপায় তাঁর পরিবারের অন্ন জুটে যেতো। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এর জন্মস্থানে এত বড় আশ্রম গড়ে ওঠে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে। এদিকে ছোট শিশুদের জন্য গড়ে উঠেছে স্কুল বাড়ি। অন্যদিকে উপাসনা গৃহ। এই পবিত্র ভূমিতে ভক্তরা আসেন। এখানে এলেই মানুষ নিস্তব্ধ পরিবেশে ভগবান রঘুবীর ও শিবের পূজা পাঠ দেখেন। তাদের মনে যেন একটা অন্য ধর্মীয় অনুভূতি জাগরিত হয়। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এর পিতার সমাধিক্ষেত্রের উপর একটি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে বসে শিবের আরাধনা হয়, এই ঐতিহাসিক স্থানকে নুতন করে সংস্কার করা, শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি এলাকার মানুষের। আর্থিক অনটনের জন্য কোন কিছুই হয়নি। তবে এলাকার মানুষ আশা ছাড়েনি। স্থানীয় মানুষের দাবি, একদিন ভগবান রঘুবীরের কৃপায় এই পবিত্র ঐতিহাসিক ভূমি সেজে উঠবে।

চলবে...

উপহার ও তার হাল-হকিকত কথা

উপহার হয়ে থাকে বিভিন্ন চরিত্রের। কখনও-বা উৎকোচ, আবার কখনও-বা পুরস্কার, দক্ষিণা, দান ইত্যাদি শব্দের সমার্থক হয়ে ওঠে। উপহার নিয়ে যেমন অত্যন্ত জনপ্রিয় কাহিনি বা ঘটনা আছে অনেক, তেমনি আবার উপহার প্রত্যাহার বা কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও বাস্তবে ঘটে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে এমন ঘটনার অজস্র নিদর্শন। উপহারের অতীত বর্তমান নিয়ে লিখেছেন— **নির্মল বিশ্বাস**

গত সপ্তাহের পর...

সেখানে তাঁরা শাসন ও শোষণের পূর্ণ অধিকার পেলেন। ভেনেজুয়েলা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ষষ্ঠ চার্লস শোক কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। শেষে ১৪৪৬ সালে ষষ্ঠ চার্লস যুদ্ধে হারিয়ে কেড়ে নিলেন ভেনেজুয়েলা ওয়েলসারদের কাছ থেকে কোনো কারণ না দেখিয়ে। সেই উপহারের স্মৃতি একটা নথি বা মানপত্র (সার্টিফিকেট) বুক সেঁটে ঘুরে বেড়ানো। পাগল না হলে এটা ভাবাও অসম্ভব। কাপড়-চোপড় উপহার পেয়ে রেখে দিলে পোকায় কাটবে। আবার অনেক উপহারদাতা চান উপহারটি ব্যরবহৃত হোক। তাঁদের কাছে সেখানেই সার্থকতা।

একসময়ে চুরুলিয়ায় কবি নজরুলের পৈত্রিক ভিটে। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে "নজরুল স্মৃতি মন্দির"। সেখানে রাখা আছে এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানি নজরুলকে উপহার দেওয়া একটা বিশাল গ্রামফোন। সেকালে এই গ্রামফোন যন্ত্রটা খুবই বাজত। আজ আর বাজে না। এই উপহারটি সংরক্ষণ করা জরুরি। দাবি উঠেছিল নজরুল প্রেমীদের কাছ থকে।

একইভাবে কবিগুরুকে আর্জেন্টিনা থেকে পাঠানো ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর চেয়ারটি আজও শান্তিনিকেতনে রাখা আছে। কবিগুরু আগে এই চেয়ারে বসে কাজকর্ম করতেন। অর্থাৎ ব্যবহার করলে উপহারটি সার্থক হয়ে ওঠে।

এরকম আরও অনেক উপহারের গল্প প্রচলিত আছে। একসময় সম্রাট শাহজাহানের মমতাজকে দেওয়া একটি মূল্যবান মুক্তো যা পাকচক্রে চিন থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। ওয়েলিংটন পর্তুগাল থেকে নেপোলিয়নের বাহিনীকে বিতাড়িত করলে পর্তুগিজদের উপহার তিনি দেশে নিয়ে যেতে পারেননি।

পর্তুগালের রাজপুত্র আবার চার বছর পর ধরে একশো কুড়িজন স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার দিয়ে খাদ্য পরিবেশনের সহস্রাধিক থালা, বাটি, নানানধরনের পাত্র, মোমদানি বানিয়ে দেন। তার সঙ্গে ভোজনোৎসব করার জন্য আঠারো ফুট লম্বা একটা টেবিল দেন। ওয়েলিংটনের অ্যা স্পালি হাউস এখন একটি মিউজিয়াম। এখানে ছড়ানো রয়েছে অনেক পর্তুগালের উপহার। আমরা মন্দিরে গিয়ে পয়সা দেওয়াটাকে কি বলব? তা উপহার না দক্ষিণা? নাকি উৎকোচ? বরং দেবতার চরণে ফুল দেওয়াটাই খাঁটি। আবার রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটকে গোবিন্দমাণিক্য উপহার প্রচলন করে ছিলেন ফুলের বিনিময়ের মাধ্যমে। ভক্তের যদি কোনো আকাঙ্ক্ষাও থাকে তাকে বলব ভালোবাসা বা করুণা। তাই ফুল এমন একটি সুন্দর উপহার যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো মানুষকে দেওয়া যায়। পাশাপাশি ক্ষুধার্তকে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার্তকে পানীয় জল দান এ-ও এক ধরনের উপহার। তবে এক্ষেত্রে দাতা যদি দাম্ভিক হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে উপহার আর উপহার থাকে না, হয়ে যায় ভিক্ষা বা দান। ধনী ব্যক্তিরা বা রাজারা ঈশ্বরকে কিছু দান করেন না। ঈশ্বরের সামনে দম্ভের কোনো অধিকার নেই। মানুষের জীবনে মানুষও আবার উপহার হয়ে আসতে পারেন, এমন একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চিত্রাদেবীর লেখা "ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল" পড়লে মনে হতে পারে যে সাত বছরের মাতৃহারা রবীন্দ্রনাথের জীবনে শ্রেষ্ঠ উপহার হয়ে আসেন তাঁরই প্রিয় বৌদি কাদম্বরীদেবী। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন গঠনে যাঁর প্রেরণা প্রশ্নাতীত। উপহার নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, যা কিনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে শেষ করা যায় না। উপহার নিয়ে আরও অনেক গল্প আছে ইতিহাসে। তা ছাড়াও আমাদের দেশের রাজা বাদশাহদের নানা উপহার নিয়ে নানান কাহিনিও আছে। সেসব কাহিনির ইতিহাস অন্য কোনো লেখক উপহার দেবেন নিশ্চয়ই। পৃথিবীর অতীত বড়ই প্রধান। তাই তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও উপচে পড়েছে। আজ পর্যন্ত অনেক উপহার খোয়া গিয়েছে, সেগুলিকে ঘিরে গড়ে ওঠা কাহিনি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সবচেয়ে বড় কথা, যে উপহার মনে প্রশান্তি আনে, তাকেই বলে শ্রেষ্ঠ উপহার।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
৭০৭৬২৭১৯৫২

পোলের হাটে ইফকোর কৃষক সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিঃ এর উদ্যোগে এক কৃষি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিন ২৪ পরগণার ভাঙর-২ ব্লকের পোলের হাটে। এদিনের কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভায় ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে দেড় শতাধিক কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত হন। ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এদিনের কৃষি চক্রে ইফকোর বিশিষ্ট আধিকারিকগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজধানী দিল্লী থেকে আগত সংস্থার চীপ মার্কেটিং ম্যানেজার মিঃ রাজনীশ পান্ডে এবং ইফকোর স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার শ্রী স্বপন রায়, ছিলেন ইফকো কলকাতার এগ্রিকালচার সার্ভিস এর আধিকারিক মিঃ ডি. দত্ত প্রমুখ। আলোচনা সভায় ইফকোর চীপ মার্কেটিং ম্যানেজার মিঃ রজনীশ এবং স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার স্বপন বাবু ইফকোর যুগান্তকারী অবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি (তরল) সারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সেই

সঙ্গে ন্যানো ডি এ পি তরল সার জলের সাথে মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করার পদ্ধতি এবং এই সার ব্যবহারে ভালো ফসল পাবার কথাও জানান। বিশিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিকগণ এদিন ন্যানো ইউরিয়া ছাড়াও ইফকোর প্রস্তুত সাগরিকা বায়ো ফার্টিলাইজার, প্রাকৃতিক পটাশ ইত্যাদি সার জমিতে ও ফসলে ব্যবহারের বিষয়ে ও আলোকপাত করেন। এদিনের কৃষক সভায় উপস্থিত কৃষিজীবী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্যকর্মশালা মেদিয়া ছাত্রকল্যাণ বিদ্যপীঠে

সঞ্জিৎ সাহা ঃ গোবরডাঙ্গা শহর পার্শ্বস্থ মেদিয়া ছাত্রকল্যাণ বিদ্যাপীঠে স্কুল ভিত্তির নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্যসংস্থা গত ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করে আয়োজিত নাট্যকর্মশালার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইক।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্মদিনে বিদ্যাসাগর স্মরণের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কর্মশালার সূচনা ঘটে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন, বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সমীর সাহা, সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক শ্রী পাইক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং জন্মদিনে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেন, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ জীবন কামনা করেন। নাট্য সংস্থার কর্ণধার ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে সুস্থ সংস্কৃতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং এই নাট্যকর্মশালা সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাইক সহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের অবদানকে সাধুবাদ জানান।

এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ কর্মশালায় প্রস্তুত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিলের ছোটবেলা শীর্ষক দুখানি নাটিকা মঞ্চস্থ করে। ছোট ছোট পড়ুয়াগণ অভিনীত নাটক দুখানি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। বিশেষ করে বিলের চরিত্রে তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র রুদ্রজ্যোতি পাইকের সাবলীল অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে।

পড়ুয়াদের সংগীত, আবৃত্তি এবং সবশেষে শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে ওঠো গো ভারত লক্ষী.... সংগীতের মধ্য দিয়ে নাট্যকর্মশালার সমাপ্তি ঘটে। নাট্য নির্দেশক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য জানান, সকল প্রশিক্ষনার্থীগণকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

ঠাকুরনগরে অনুরঞ্জন এর নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হল ৬ খানি নাটক

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি মঞ্চে গত ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় অনুরঞ্জন আয়োজিত নবম বার্ষিক ঠাকুরনগর নাট্যোৎসব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় আয়োজিত নাট্যোৎসবে মোট ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও ছিল নাট্য আলোচনা সভা। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দুদিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবের সূচনায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় শিমূলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিভারানি ঘোষ, উপপ্রধান রমন দে, সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, সংস্থার সভাপতি মৃনাল কান্তি বিশ্বাস ও অন্যতম কর্ণধার ও নাট্য পরিচালক মিন্টু মজুমদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রবীন নাট্যাভিনেতা তপন দত্তের মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে।

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের ভাষনে সুস্থ্য সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চার প্রসারে অনুরঞ্জন তথা নাট্য পরিচালক মিন্টু মজুমদারের ভূমিকার প্রশংসা করেন। এদিন শুরুতেই কথক পারফর্মিং রেপার্টয়্যার মঞ্চস্থ করে মুন্সী প্রেমচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে নাটক 'মুক্তির জন্য', এদিনের দ্বিতীয় নাটক গোবরডাঙা মৃদঙ্গম প্রযোজিতও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বরুণ কর নির্দেশিত মঞ্চসফল নাটক

'এপলিটিক্যাল ড্রিম'। এদিনের শেষ নাটক গোবরডাঙা চিরন্তন প্রযোজিত শিশু কিশোরদের অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটক 'বিভেদ নাই'।

দ্বিতীয় দিন শুরুতে 'ছাত্র জীবনে থিয়েটার ' শীর্ষক নাট্য আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী, ভর্গনাথ ভট্টাচার্য এবং সাংবাদিক অলক বিশ্বাস।

এদিনের নাট্যোৎসবে প্রথম নাটক আয়োজক সংস্থা অনুরঞ্জন প্রযোজিত সকলের ভালো লাগার নাটক সেই জোকার এই সার্কাস, দ্বিতীয় নাটক নিউ ব্যারাকপুর অগ্নীশ প্রযোজিত বাস্তবধর্মী নাটক কল্পভূমের গল্প। এদিনের শেষ অনুষ্ঠান স্থানীয় পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল আর্গানাইজেশন পরিবেশিত মূকাভিনয় 'জামাই বরণ'। মজার এ মূকাভিনয়টি সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় ঠাকুরনগর অনুরঞ্জন আয়োজিত ১ম পর্বের নাট্যোৎসব -২০২৩ এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

হারানো বিজ্ঞপ্তি

নাম ঃ শ্রীবাস বিশ্বাস, বয়স ৬০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রং- শ্যামলা, মাথায় সাদা-কালো চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি, ঘাড়ে একটি টিউমার আছে। গত ইংরাজী ১০/০৯/২০২৩ তারিখে হারানোর সময় পরনে ছিল হাফপ্যান্ট ও খালি গায়ে।
কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পেলে নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন।
বাড়ির ঠিকানা ঃ আংরাইল, মানবতা স্কুলের নিকট, পোঃ- আংরাইল, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা।

ফোন নং- ৬২৯৪৩৭২৩৯৩

(গাইঘাটা থানা জিডিই নং- ৬৯৭, তাং- ১০/০৯/২০২৩)

বিশ্বাস।

বিজেপি'র রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৯২ জন

সংবাদদাতা ঃ রক্তের সংকট কাটাতে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির চাঁদপাড়া মণ্ডল কমিটি। গত ২৪ সেপ্টেম্বর চাঁদপাড়া বাজারের দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত শিবিরে ৯২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের

উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। বনগাঁ জে. আর. ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ জি পোদ্দার ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করেন।

উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে আসেন বনগাঁ উত্তর ও দক্ষিণ এর দলীয় বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া ও স্বপন মজুমদার। ছিলেন দলের প্রবীণ নেতা বিপদভঞ্জন বিশ্বাস, মহিলা নেত্রী নিবেদিতা সরকার প্রমুখ।

অন্যতম উদ্যোক্তা দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নব নিযুক্ত সাধারন সম্পাদক চন্দ্রকান্ত দাস ও মণ্ডল সভাপতি ও শিক্ষক প্রশান্ত রায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান। দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ রক্তের ঘাটতি পূরণে দলীয় নেতা কর্মীগনের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

এদিনের নিম্নচাপের একটানা বর্ষণকে উপেক্ষা করে আয়োজিত শিবিরকে সার্থক করে তোলেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। রক্তদান উপলক্ষে শিবির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানায় শিল্পীগণ সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এদিনের রক্তদান উৎসবকে কেন্দ্র করে বিজেপি'র নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

গাইঘাটা ইছাপুরে এক সন্ধ্যায় দুখানি নাটক চিরন্তন- এর

সংবাদদাতা ঃ গাইঘাটার ইছাপুর হাই স্কুলের সাংস্কৃতিক মঞ্চে গোবরডাঙা চিরন্তন এর উদ্যোগে ১ সন্ধ্যায় দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর অন্যতম সদস্য আশিস চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন ইছাপুর হাইস্কুলের সংস্কৃতিপ্রেমী প্রধান শিক্ষক অশোক পাল প্রমুখ। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে নাট্যচর্চা ও প্রসারে চিরন্তন নাট্যদলের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

সদ্যপ্রয়াত গোবরডাঙার স্বানামখ্যাতা নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম নামাঙ্কিত মঞ্চে এদিন শুরুতে চিরন্তন আয়োজিত ৬ দিনের নাট্য কর্মশালায় প্রস্তুত শিক্ষামূলক নাটক মশক হইতে সাবধান মঞ্চস্থ হয়। ইছাপুর হাই স্কুলের ১৯ জন শিক্ষার্থী সমাজ সচেতনতা মূলক নাটকটিতে অভিনয় করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সকল পড়ুয়ার হাতে উদ্যোক্তরা শংসাপত্র তুলে দেন।

এদিনের দ্বিতীয় নাটক সংস্থার কর্ণধার অজয় দাস নির্দেশিত' বিভেদ নাই' সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। চিরন্তন এর সম্পাদিকা সুতপা কর্মকার জানান। আজকের এই নাট্য মঞ্চটি সদস্য প্রয়াতা বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্মের নামে উৎসর্গ করে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

পঞ্চম বার্ষিকী সম্মেলন

প্রথমপাতার পর...

উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সম্পাদক অভিজিৎ ব্যানার্জি, কনভেনার সত্যরঞ্জন সাউ, সম্পাদক পার্থসারথি

চক্রবর্তী সহ বনগাঁ ইউনিটের সভাপতি দীপক কুমার পাল এবং সেক্রেটারি দীপঙ্কর সাহা।

রাজ্য সম্পাদক পার্থসারথী চক্রবর্তী বলেন, ফটোগ্রাফারদের দুটি ভাগ। একটি ভাগে রয়েছেন প্রেস ফটোগ্রাফারেরা। অন্য অংশটি ইভেন্ট ফটোগ্রাফি। প্রেস ফটোগ্রাফারদের সরকারি স্বীকৃতি থাকলেও ইভেন্ট ফটোগ্রাফারদের সরকারি স্বীকৃতি নেই। ইভেন্ট ফটোগ্রাফারদের সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় তাঁরা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ সরকারি এবং বেসরকারি কাজের ক্ষেত্রে এই ইভেন্ট ফটোগ্রাফারদের ভূমিকা যথেষ্ট রয়েছে।

অন্যদিকে, বনগাঁ ইউনিটের সভাপতি দীপক কুমার পাল জানান, সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল, মফস্বল শহর বা পিছিয়ে পড়া গ্রাম থেকে উঠে আসা ফটোগ্রাফার ও তাঁদের ফটোগ্রাফিকে সঠিক মূল্যায়ন করা এবং একই সঙ্গে তাদের ফটোগ্রাফি কাজকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলে সংগঠন সংগঠিত হয়।

প্রসঙ্গত, এদিনের সম্মেলনে নদীয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ জেলা সহ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ সহ ১৮ টি ইউনিট, হাবড়া, বসিরহাট, বারাসত, নৈহাটি, বিজপুর, মধ্যমগ্রাম, দমদম, নিউ ব্যারাকপুর, বারাকপুর, কাকিনাড়া, জগদ্দল, সোদপুর, খড়দা, বাগদা, গাইঘাটা থেকে প্রায় তিনশ জন ফটোগ্রাফার উপস্থিত ছিলেন।

গাইঘাটার ঝাউডাঙ্গা অঞ্চলের দুয়ারে সরকার শিবিরে ব্যাপক সাড়া

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে সারা রাজ্যে শুরু হয়েছে সপ্তম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঐকান্তিক উদ্যোগে রাজ্যের সর্বাধিক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা প্রদানের এক অনন্য প্রকল্প হচ্ছে দুয়ারে সরকার। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত ৪.৬৬ লক্ষ শিবিরে ৭ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পে নানা সুবিধা লাভ করেছে।

এবারে দুটি পর্বে মোট ৩৫ টি পরিষেবা নিয়ে চলছে দুয়ারে সরকার শিবির। সেই সঙ্গে রয়েছে পাড়ায় সমাধান প্রকল্প। গত ১৪ সেপ্টেম্বর গাইঘাটা ব্লকের ঝাউডাঙ্গা সম্মিলনী হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় ঝাউডাঙ্গা অঞ্চলের দ্বিতীয় পর্বের দুয়ারে সরকার শিবির।

অঞ্চলের নব নির্বাচিত প্রধান আন্না বিশ্বাস অধিকারী ও উপপ্রধান সমীর বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত শিবিরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু মানুষ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদনপত্র জমা দেন। পঞ্চায়েতের নির্বাজিত সদস্য ও দলীয় কর্মীগণ আবেদন পত্র পূরণে গ্রামবাসীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। উপপ্রধান তথা অঞ্চলের পূর্বতন প্রধান সমীর বাবু জানান, অন্যান্য প্রকল্পের সাথে এবারের নতুন দুটি প্রকল্প পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভূক্তকরণ এবং ৬০ বৎসরের বেশি বয়স্ক সকল নাগরিকদের জন্য বার্ধক্য ভাতার আবেদন জমার কাউন্টারে প্রচুর মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্ণমালার সাফাই অভিযান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বছরে শুধু সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা নয়, সুস্থ সমাজ, সুস্থ্য ও নির্মল পরিবেশ গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট ঠাকুরনগরের বর্ণমালা আর্ট এন্ড কালচারাল একাডেমীর

সদস্যগণ। সম্প্রতি তারা হাজির হন গাইঘাটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে । সেখানে বর্ণমালার সদস্যরা লতা, পাতা আগাছা ইত্যাদি পরিস্কার করেন। ঝাড়ু দিয়ে নোংরা আবর্জনা ও পরিস্কার করেন। শুধু তাই নয়, পানীয় জলের নলকূপের গোড়া সহ পার্শ্ববর্তী এলেকা পরিস্কার করেন সংস্থার সদস্য সদস্যাগণ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ লিপি হালদার সম্পাদক পূজা বিশ্বাস সহ উপস্থিত সংস্থার সকল সদস্য-সদস্যাগণকে অভিনন্দন জানান। এরপর সংস্থার প্রানপুরুষ শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষের নেতৃত্বে সদস্যগন স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন করেন। চিকিৎসক ডাঃ লিপি হালদারও এদিনের বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহন করেন। এলেকার মানুষজন বর্ণমালা সাংস্কৃতিক সংস্থার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে নানা অনুষ্ঠান দত্তপুকুর দৃষ্টির

সঞ্জিত সাহা ঃ বছরভর দেশের বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিন পালন সহ নানা অনুষ্ঠান করে থাকে দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থা। গত ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁরা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪তম জন্মজয়ন্তী মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে। এদিন সংস্থার কনিষ্ঠ সদস্যরা তাঁদের মহলা কক্ষ শিল্পমালায় বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এদিনের বিদ্যাসাগর স্মরণ অনুষ্ঠানে 'বর্তমান সময়ে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে দৃষ্টির সদস্য সদস্যাগণ ছাড়াও পাশ্ববর্তী কয়েকটি নাট্যদলের সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন।

হাবড়ার বর্ণচোরার নাট্য কর্মশালা ও সেমিনার

নীরেশ ভৌমিক ঃ হাবড়ার বর্ণচোরা নাট্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায় গত ১০ সেপ্টেম্বর সংস্থার মহলা কক্ষে নাটকের কর্মশালা ও নাট্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সদস্য শিশু ও কিশোরদের নিয়ে সকাল ১০টা থেকে

বিকেল ৫টা পর্যন্ত নাটকের কর্মশালা চলে। ২০ জন শিশু কিশোর কর্মশালা ও সেমিনারে অংশ গ্রহন করে।

প্রশিক্ষক হিসেব ছিলেন গোবরডাঙা রূপান্তর এর বিশিষ্ট অভিনেতা স্বরূপ দেবনাথ, শ্রী দেবনাথ সংস্থার শিশু কিশোর কুশীলবদের নিয়ে রবি ঠাকুরের আবিষ্কার কবিতাটি নাটকের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন। বর্ণচোরা নাট্যদলের প্রানপুরুষ সুবীর নারায়ন দাস বিগত ৮ বৎসর যাবৎ সংস্থার সদস্য শিশু কিশোরদের নিয়ে নাট্যচর্চা করে আসছেন। আগামীতে এই কুশীলবদের নিয়ে নতুন নাটক উপহার দেবেন বলে আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

শিশু কিশোর মনে নাটক ও আবৃত্তির প্রভাব শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রথিত যশা শিক্ষক সঞ্চয় কুমার দাস। অন্যান্য প্রশিক্ষক ও আলোচকগনের মধ্যে ছিলেন, বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক প্রতাপ সেন, অভিক দাঁ, চন্দন দেবনাথ, দেবদত্ত কর্মকার ও স্বরূপ দেবনাথ। আলোচনা সভা পরিচালন করেন সংস্থার অন্যতম সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্যকার ও পরিচালক সুবীর নারায়ন দাস। সংস্থার সম্পাদক আব্দিক দাস ও সহ সম্পাদিকা টুম্পা বসু জানান আগামীতে নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হবে।

মেদিয়া বাস্তহারা হাই স্কুলে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

প্রতিনিধি ঃ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে মেদিয়া বাস্তহারা হাই স্কুলে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান। গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির পরিচালনায় ও রোটারি ক্লাব অব আবহমান, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও মেদিয়া বাস্তহারা হাই স্কুলের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অব আবহমান এর প্রেসিডেন্ট দীনেশ চন্দ্র গাঙ্গুলি, আই.পি.পি. বিবেক কুন্ডু, রোটারিয়ান সুবিজিৎ সরকার, রোটারিয়ান অনিন্দিতা ঘোষ, রোটারিয়ান মিনতী কুন্ডু, উৎপল চক্রবর্তী ট্রেনার অব মার্শাল আর্ট, কো-অর্ডিনটর রাকিবা বেগম, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সম্পাদক শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদার, গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি, সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি, তপন সরকার টিচার্স - ইনচার্জ মেদিয়া বাস্তহারা হাই স্কুল । স্কুলের শিক্ষার্থীদের সমবেত জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । এর পর গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় অতিথিদের । পরে রোটারি ক্লাব অব আবহমান এর প্রেসিডেন্ট দীনেশ চন্দ্র গাঙ্গুলি ও গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির সেক্রেটারি শ্রী গোবিন্দলাল মজুমদার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন । এর পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় । দিনের প্রথমার্ধে ছিল বীরাঙ্গনা - যুবতীদের আত্মরক্ষার কৌশলগুলি নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা । এই কর্মশালায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ৩১জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে । একই সাথে অনুষ্ঠিত হয় সারভাইভাল ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা শিবির । এই শিবিরে ৬৫ জন অভিভাবক অংশ নেন । এরই পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা । এখানে দুটি বিভাগে মোট ৪০জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় । বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীতে স্কুল প্রাঙ্গনে অতিথিদের উপস্থিতিতে রোপন করা হয় কিছু গাছের চারা । দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা গান, নাচ ও আবৃত্তি করেন । এরপর ডেঙ্গু, পানীয় জল, শিশুশ্রম ও ড্রপ আউট, হাইজেনিক এর মতো সচেতনতামূলক বিষয়ের উপর এক আলোচনা চক্র চলে । এই আলোচনা চক্রে শিক্ষক শিক্ষিকা ও রোটারিয়ানগণ অংশ নেন । এর পর রোটারি ক্লাব অব আবহমানের পক্ষ থেকে কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা ও দপ্তরীকে সংবর্ধনা এবং রোটারি ক্লাব অব আবহমান ও গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**